সংবাদ

তারিখ ...20 MAR 2013...
পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ... ... ২...

ছাত্রলীগকে শিবির বলায় জাবি ভিসিকে গণমাধ্যমের সামনে ক্ষমা চাওয়ার আলটিমেটাম

প্রতিনিধি, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনকে গণমাধ্যমের সামনে ক্ষমা চাওয়ার আলটিমেটাম দিয়েছে জাবি ছাত্রলীগ। গত সোমবার অস্ত্রসহ আটককৃত ছাত্রলীগ কর্মীদের শিবির বলে মন্তব্য করায় এ আলটিমেটাম দেয়া হয়।

জানা যায়, এর আগে রোববার তুচ্ছ ঘটনার জেরে মওলানা ভাসানী ও শহীদ রফিক-জব্বার হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে সোমবার ভোরে দুটি হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালায় আশুলিয়া থানা পুলিশ। এতে হল দুটি থেকে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্রের পাশাপাশি

জাবি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

জাবি : ভিসিকে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ছয় রাউন্ড গুলিসহ একটি নাইন এমএম বোরের পিস্তল উদ্ধার করা হয়। এ সময় শহীদ রফিক-জব্বার হল থেকে রামদাসহ আবদুল মাজেদ সীমান্ত নামের এক ছাত্রলীগ কর্মীর পাশাপাশি মওলানা ভাসানী হল থেকে মোর্শেদ ও ইমন নামের আরও দুই ছাত্রলীগ কর্মীকে ছয় রাউন্ড গুলি ও পিস্তল রাখার দায়ে অস্ত্র আইনে গ্রেফতার করে। তবে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের গ্রেফতারকৃতরা ছাত্রলীগ নয়, তাদের শিবির থেকে অনুপ্রবেশকারী বলে মন্তব্য করেন। তার এ মন্তব্যের পর থেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে জাবি ছাত্রলীগ। তাদের মতে, ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মীদের শিবির বলে আখ্যায়িত করে তিনি আমাদের সম্মানহানি করেছেন। গতকাল এক বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এ মন্তব্য করেন ৩৮তম ব্যাচের নেতৃত্বে আন্দোলনে আসা ছাত্রলীগ কর্মীরা। এজন্য তারা প্রতিসরে ভিসিকে গণমাধ্যমের সামনে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আলটিমেটাম দেয়। তাদের মতে, ভিসি এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করার আগ পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব। প্রয়োজনে আন্দোলনে কঠিন কর্মসূচি গ্রহণ করব। অন্যথায় সংবাদ সম্মেলন করে জাবি ছাত্রলীগ থেকে আমরা পদত্যাগ করব। অথবা ছাত্রলীগের রাজনীতি ক্যাম্পাস থেকে প্রত্যাহার করে নেব।

সমাবেশে বক্তারা আটককৃত তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে গতকাল বিকেল পাঁচটার মধ্যে মুক্তির দাবি করেন। এ সময়ের মধ্যে মুক্তির ব্যবস্থা না করা হলে কঠিন কর্মসূচিসহ ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করার কথাও বলেন। অন্যদিকে অস্ত্রের বিষয়টি সাজানো বলে দাবি করেন তারা।

এদিকে গতকাল গ্রেফতারকৃতদের ঢাকা কোর্টে হাজির করা হয়। আশুলিয়া থানার ওসি শেখ বদরুল আলম বলেন, গতকাল হরতাল থাকার কারণে রিমান্ড চাওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, এক ছাত্রদল কর্মী নিহতের জেরে ১৯৮৯ সাল থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক কার্যক্রম বন্ধের পাশাপাশি সব ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এজন্য এ ক্যাম্পাসটিকে দেশের একমাত্র অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করা হয়।

এদিকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (সন্ধ্যা সাতটা) ছাত্রলীগ পরবর্তী কর্মসূচির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।